

আমাদের জীবনে পরিশ্রমের গুরুত্ব

পরিশ্রমই যে সৌভাগ্যের মূল, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। এ জগতে মানুষই নিজের ভাগ্য গড়ার কারিগর। ভাগ্য নির্মাণে আমাদের প্রধান হাতিয়ার হল পরিশ্রম। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে কিছু-না-কিছু প্রতিভা, একমাত্র পরিশ্রমের দ্বারাই সেই প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। বিনা পরিশ্রমে কোনো জাতি, দেশ বা মানুষ

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা শ্রমকে বিশেষ মহিমা ও মর্যাদা দান করেছিলেন, তাই যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ, যজ্ঞবেদি নির্মাণ প্রভৃতি পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজগুলি নিজেরাই করতে কুণ্ঠিত হতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে এখন অনেকে দৈহিক পরিশ্রমের কাজগুলিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন—যাঁরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করেন, তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ বলে গণ্য করেন। কিন্তু এ জগতে যাঁরা বড়ো হয়েছেন, তাঁরা কোনো দিনই কায়িক শ্রমকে অবজ্ঞা করেননি। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কঠিন পরিশ্রমকেই জীবনে উন্নতির একমাত্র সোপান বলে গণ্য করতেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে দেশে-বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক ম্যাকসিম গোর্কির জীবনেও পরিশ্রমের সুফল পরিব্যাপ্ত। জীবনে কত রকম কাজ করেছিলেন তিনি, কিন্তু কোনো কাজকেই তিনি হেয় মনে করেননি। কুরি-দম্পতি রেডিয়াম আবিষ্কারের সময় যেভাবে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করেছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা চিরখ্যাত হয়ে আছে। দেশ হিসেবে চীন ও জাপানের আজ এই যে শ্রেষ্ঠত্ব, তার মূলেও রয়েছে ওই দুই দেশের মানুষের অসামান্য পরিশ্রমক্ষমতা। কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই এবং এটাই যে উন্নতির শিখরে ওঠার একমাত্র সোপান, ওই দুই দেশের মানুষ তা দেখিয়ে দিয়েছে।